দৈনিক খবর

তারিখ 21 JUN 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে-৪

কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শিবিরের প্রতি সংযোগিতা করার অভিযোগ

শাহজাহান আলম সাজু ও মতিউর রহমান লান্টু ❤ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক অসন্তোষ ক্রমেই দানা বেঁধে উঠছে। সেই সাথে শিক্ষকদের মধ্যে গ্রুপিং, লবিং পাল্টা লবিং, ক্রমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশকে অশান্ত করে তুলছে। শিক্ষকদের মধ্যে গ্রুপিং-এর মূল কারণ হচ্ছে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে গত পর পর দু'বার মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের প্যানেল জয়লাভ করেছে। গত দু'বারই শিক্ষকরা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ এবং বিপক্ষের দু'গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এক পক্ষে রয়েছেন আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, বিএনপির মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সমর্থক শিক্ষকরা, অপরদিকে অন্যপক্ষে রয়েছেন জামায়াত এবং বিএনপির মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের সমর্থক শিক্ষকরা। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জিয়া পরিষদের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষকরাও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ এবং বিপক্ষের দু'গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের প্যানেলটি উপাচার্য প্যানেল হিসেবেও পরিচিত। গত শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে উপাচার্য সমর্থিত মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ প্যানেলটি নির্বাচনে তাদের নিশ্চিত পরাজয় অনুধাবন করে নির্বাচনের দিন সকালে আকস্মিকভাবে নির্বাচন বয়কটের ঘোষণা দেয়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের এবং সাধারণ শিক্ষকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নির্বাচন সম্পন্ন হয় এবং মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ প্যানেল রেজাউল, জামাল পরিষদ পূর্ণ প্যানেলে বিজয় লাভ করে। গত নির্বাচনের পর থেকেই শিক্ষকদের মধ্যে গ্রুপিং ক্রমেই দানা বেঁধে উঠতে থাকে। যার ফলে এবারের শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে উভয় গ্রুপ মরিয়া হয়ে উঠে নিজেদের গ্রুপকে বিজয়ী করার জন্য। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বর্তমান সংখ্যা ৮৫ জন। ফলে মাত্র ২/৩ ভোটের ব্যবধানেই নির্বাচনে জয় পরাজয় নির্ভর করে। গত নির্বাচনের পর থেকেই উপাচার্য অধ্যাপক আঃ হামিদ তার সমর্থিত প্যানেলকে বিজয়ী করার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রেখে আসছিলেন বলে জানা গেছে। যার ফলে নির্বাচনের পূর্বে কয়েকজন নতুন শিক্ষককেও নিয়োগদান করেন। অভিযোগ পাওয়া গেছে, স্বাধীনতা বিরোধী একটি বিশেষ সংগঠনের কয়েকজন সমর্থক ও নেতাকে নিয়মনীতি লংঘন করে প্রথমে এডহক ভিত্তিতে এবং পরে স্থায়ী পদে নিয়োগ দেয়া হয়। উপাচার্যের শত প্রচেষ্টার পর এবারের নির্বাচনে তার সমর্থক মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের প্যানেল পরাজিত হয়। নির্বাচনে পরাজিত হবার পরও উপাচার্যের সমর্থক শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে থাকে। অভিযোগে জানা গেছে, হল প্রভোস্ট, ডীন, প্রোক্টর, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটি, বিভিন্ন বিভাগীয় চেয়ারম্যান প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ফলে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ দলের সমর্থক শিক্ষক এবং ছাত্র সংগঠন অতিরিক্ত সুবিধা পেয়ে থাকে।

সম্প্রতি একজন শিক্ষকের একটি প্রবন্ধ লিখাকে কেন্দ্র করে শিক্ষকদের মধ্যে চূড়ান্তভাবে বিভক্তি দেখা দেয়। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে চরম ছাত্র অসন্তোষ এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক বিশিষ্ট কলামিষ্ট মুঈদ রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আমরা' নামক একটি সাহিত্য সংগঠনের মুখপত্র 'দুপুর রোধের চিৎকার' নামক একটি সংকলনে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে দু'টি গ্রুপ সৃষ্টি হয়। মুঈদ রহমানের লিখাটি প্রকাশিত হবার পর সর্বপ্রথম ইসলামী ছাত্র শিবিরের পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ করা হয়। শিবিরের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, উক্ত প্রবন্ধে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানা হয়েছে। শিবিরের পক্ষ থেকে মুঈদ রহমানকে 'মুরতাদ' ঘোষণা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার অপসারণ দাবী করা হয়। উক্ত দাবীর সমর্থনে শিবিরের পক্ষ থেকে ক্যাম্পাসে নিয়মিত মিছিল এবং সমাবেশ করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, শিবিরের মিছিল এবং সমাবেশ থেকে মুঈদ রহমানসহ বিভিন্ন প্রগতিশীল শিক্ষকদের নামে বিভিন্ন আপত্তিজনক শ্লোগান এবং বক্তব্য প্রদান করা হয়। অপরদিকে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ছাত্রমৈত্রী, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রফ্রন্টসহ বিভিন্ন প্রগতিশীল সংগঠনের পক্ষ থেকে মুঈদ রহমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে সভা সমাবেশ চলতে থাকে। ফলে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা দেখা দেয়। এমনই অবস্থার মধ্যে বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আঃ হামিদের সমর্থনপুষ্ট মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের প্যানেলের ৩২ জন শিক্ষকের যৌথ স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপিতে মুঈদ রহমানকে অপসারণের দাবী জানিয়ে উপাচার্য এবং চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরণ করা হয়। ফলে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের বর্তমান শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দসহ ৪৫ জন শিক্ষক মুঈদ রহমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানান। ফলে শিক্ষকদের মধ্যে চূড়ান্ত বিভক্তি দেখা দেয়। একটি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, উপাচার্য অধ্যাপক আঃ হামিদ শিক্ষকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে শিক্ষক সমিতির বর্তমান আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্যই শিক্ষকদের মধ্যে গ্রুপিং করেছেন।